দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 21 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

লক্ষ্মীপুরে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চাই

বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্যচাহিদা মেটাতে প্রয়োজন অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনসহ বহুমুখী কৃষিপ্রযুক্তির ব্যবহার। আর এজন্য কৃষি শিক্ষা ও গবেষণার বিকল্প নেই। অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে মাত্র তিনটি (ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট), যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। লক্ষ্মীপুর জেলা দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কৃষিসমৃদ্ধ একটি জনপদ। নানামুখী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে কৃষিভিত্তিক কোনো শিল্প-কল-কারখানা গড়ে ওঠেনি। অথচ বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত সয়াবিনের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ উৎপন্ন হয় এ জেলায়। মৎস্য অধিদপ্তরের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ইলিশ সবচেয়ে বেশি আহরিত হয় লক্ষ্মীপুর জেলা সংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে। নারিকেল ও সুপারি উৎপাদনেও এ জেলা রয়েছে শীর্ষ অবস্থানে। তাছাড়া ধান, ডাল, বাদাম ও পানসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে এ জেলা রয়েছে সম্মানজনক অবস্থানে। বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লাসহ এ অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা বিভাগে কোনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় না থাকায় লক্ষ্মীপুর জেলায় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বর্তমান সময়ের অত্যন্ত যৌক্তিক দাবি। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। এজন্য দরকার পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃষিভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জেলায় একটি করে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছেন। তারই অংশ হিসেবে লক্ষ্মীপুর জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ফয়সল হাসান,
দক্ষিণ বাছানগর, রামগতি ডাইভারশন রোড,
লক্ষ্মীপুর ৩৭০০